ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 33 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৮৯ ● কলকাতা ● ২৮ আষাঢ়, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৩ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনে সুপ্রিম হস্তক্ষেপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সুপ্রিম কোর্টের স্বাধীন অস্তিত্ব না থাকলে যে দেশের গণতন্ত্র এতদিনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত তার প্রমাণ ফের মিলল। বিহারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে যেভাবে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করল, তা এককথায় দেশের দীর্ঘ সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বাংলার বিধানসভা ভোটকে নিশানা করে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

মোদীকে কি অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন মোহন ভগবত?

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী

দু'জনের বয়স ৭৫ এর ঘরে। একজন দলের ও অপরজন সংঘের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করছে। এবার? "৭৫ বছর বয়সে কেউ সংবর্ধনা দিতে আসলে বুঝতে হবে অবসরের সময় হয়ে গিয়েছে।" বৃহস্পতিবার নাগপুরে এমন বক্তব্য রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অবসর নিয়ে জল্পনা আরও একবার উসকে দিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ৭৫ বছর পূর্ণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। একই মাসে ৭৫ পূর্ণ করবেন মোহন ভাগবতও। সংঘ প্রধানের এমন মন্তব্য মোদিকে বার্তা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সংঘের বিধান অনুযায়ী এবছরই দায়িত্ব ছাড়তে হবে মোহন ভাগবতকে। মোদিও যাতে অবসরের চিন্তাভাবনা করেন তাই এমন বার্তা বলেই মনে করছে রাজনীতিক কারবারীরা। বৃহস্পতিবার সংঘচালক মোহন ভাগবত ৭৫ বছর বয়সে অবসর নিয়ে ফের একবার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেওয়ায়

এরপর ৩ পাতায়

দিল্লিতে কালীবাড়িতে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- কিছুটা চমকে দিয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দিলীপ ঘোষ উপস্থিত হয়ে গেলেন দিল্লির কালীমন্দিরে। রাজ্যের নতুন সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের আহ্বানে সাড়া গিয়ে ফের সক্রিয় হয়েছেন তিনি। সংগঠনের কাজেই আপাতত দিল্লিতে সস্ত্রীক দিলীপ ঘোষ। একাধিক বৈঠক, আলোচনা, জনসংযোগের কাজ করছেন। তারই মাঝে শুক্রবা সন্ধ্যায় দিল্লির সিআর পার্কের কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে এলেন তিনি। সঙ্গে স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদার। ২০২৬ কে পাখির চোখ করেই যে তাঁর 'বাংলার পরিবর্তন' প্রার্থনা, তা বোধহয় বুঝতে বাকি নেই কারও। বুধবারই শীর্ষ নেতৃত্বের তলব পেয়ে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। সেখানে বঙ্গের নতুন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকেও ডাকা হয়েছে।

মনে করা হচ্ছিল, শমীকের নেতৃত্বে কীভাবে বঙ্গ বিজেপি এগোবে, তার রূপরেখা ঠিক করে দিতে পারেন দলের শীর্ষ নেতারা। আর সেক্ষেত্রে শমীক 'লবি'র অন্যতম নেতা দিলীপ ঘোষের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাজ্য বিজেপির সভাপতি হিসেবে দিলীপ অভিজ্ঞ। এছাড়া সংগঠনকে আরও সক্রিয়, লড়াকু করতে তুলতে তাঁর ভূমিকা বড়সড়। তাই অনুমান ছিল, কারণে দিলীপ, শমীককে একসঙ্গে নিয়ে ছাব্বিশের লড়াই নিয়ে পরামর্শ দিতে চেয়ে দিল্লিতে তলব করেছেন কেন্দ্রীয় নেতা বিএল সন্তোষ। দলের এসব কাজের মাঝেই স্ত্রীকে নিয়ে শুক্রবার দিলীপ ঘোষ গেলেন সিআর পার্কের কালীবাড়িতে পুজো দিতে। সেখানে তাঁকে হলুদ, লাল উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান মন্দিরের সদস্যরা। পুজে দেওয়ার পর বেরিয়ে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতির জানালেন, তিনি বাংলার পরিবর্তন, শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। এছাড়া নিজের জন্যও তাঁর প্রার্থনা, 'সব জটিলতা কাটিয়ে নিজেও যেন এগিয়ে যেতে পারি।'

মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়নি' এই দাবি খোদ অভিযোগকারিনীর বাবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- সকাল থেকেই উত্তপ্ত কলকাতা। কেন? জোকার নামী ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটের ভিতরে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতারও হয়েছেন অভিযুক্ত যুবক। কিন্তু বিকেল হতে না হতেই এই ধর্ষণকাণ্ডে নাটকীয় মোড়। 'মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়নি' এই দাবি খোদ অভিযোগকারিনীর বাবার। শুধু তাই নয়, তাঁর আরও দাবি, শারীরিক পরীক্ষার সময় নাকি ধর্ষণের কথা পুলিশই বলতে বলেছিল।

নির্যাতিতার বাবার বক্তব্য,। তিনি জানান অটো থেকে পড়ে গিয়েছেন, এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এরপর তরুণীর

এরপর ৪ পাতায়

জোকার ম্যানেজমেন্ট কলেজের হস্টেলে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার সংস্কৃতি যে তলানিতে তা নিয়ে আর বিতর্ক নেই। শাসকদল আবার একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবে। এমন ঘটনায় স্তম্ভিত সকলে। এবার জোকা। নামী ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটের ভিতরে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। গ্রেফতার কলেজের ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়া। মধ্যরাতেই খবর পেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে পৌঁছল পুলিশ। আবারও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। জোকার যে কলেজে এই ঘটনা ঘটেছে, সেখানে ভর্তি হতে গেলে সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পড়ুয়ারা এই কলেজে পড়াশোনা করেন। এই কলেজে প্রবেশ করতে গেলে নিরাপত্তার একাধিক ধাপ পার করতে হয়। তারপরও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল! হতবাক কলেজ কর্তৃপক্ষ।

তরুণী ওই কলেজের ছাত্রী নন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। রেজিস্টারে স্বাক্ষর না করেই কীভাবে ওই তরুণী ভিতরে গেলেন, তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।ইতিমধ্যেই হরিদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে হরিদেবপুর থানার পুলিশ। রাতে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষী ও কলেজের অন্যান্য কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগপত্রে তরুণী জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসিং-এর কথা বলে ওই কলেজের এক দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। কলেজে প্রবেশ করার পর অন্য একটি কাজ আছে বলে তাঁকে বয়েজ হস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি তরুণীর। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জল ও পিৎজা খেতে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। খাওয়ার পরই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন ওই তরুণী।

(১ম পাতার পর)

মোদীকে কি অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেন মোহন ভগবত?

নতুন করে জলঘোলা হতে শুরু করেছে।

নাগপুরে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেছেন, "যখন ৭৫ বছর বয়সে আপনাকে কেউ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে আসবে, তখনই বুঝে যাবেন এবার আপনাকে থামতে হবে। অন্যের জন্য কাজের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।" তাঁর বক্তব্য ধরেই মহারাষ্ট্রের উদ্ধব-সেনা নেতা সঞ্জয় রাউত ফের একবার মোদীর অবসর নিয়ে বিতর্কের ধুনো জ্বেলে দিলেন। এর আগেও আরএসএস এবং বিজেপির গঠনকাঠামো ও সংবিধান অনুযায়ী ৭৫ বছর বয়সে অবসরের নিয়মের দৃষ্টান্ত টেনেছিলেন উদ্ধবপন্থী শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত। '

(১ম পাতার পর)

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনে সুপ্রিম হস্তক্ষেপ

কমিশনকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রে বিজেপি কিছু ভোটারের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। আধার, ভোটার বা রেশন কার্ডের মতো সর্বগ্রাহ্য পরিচয়পত্রগুলি কেন সংশোধনের কাজে বিবেচ্য হচ্ছে না তার কোনও সদুত্তর প্রাথমিকভাবে কমিশন কোর্টে দিতে পারেনি। কমিশনের তালিকায় থাকা নথি যে অধিকাংশ গরিব মানুষের পক্ষে অল্প সময়ে জোগাড় করা অসম্ভব তা বিচারপতিরা জানিয়ে দিয়েছেন। কমিশনের বিলি করা ফর্ম পূরণ না করতে পেরে যে অসংখ্য পরিযায়ী শ্রমিক ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বে তাও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে। এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষ আদালত এখনও কোনও রায় দেয়নি। বিষয়টি নিয়ে আরও শুনানি চলবে। কিন্তু প্রথম শুনানিতেই সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য দুই বিচারপতি যেভাবে তাঁদের পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন তাতেই প্রাথমিক কাজটুকু হয়ে গিয়েছে।

বিহারে বিধানসভা ভোটের মাত্র তিন-চার মাস আগে কমিশনের আচমকা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য কী-তা সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য দুই বিচারপতির করা সওয়াল-জবাবে অনেকটাই উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে। ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। বলেছিলেন, নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে কেন্দ্র ঘুরপথে দেশে নাগরিকপঞ্জি তথা এনআরসি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে নোটবন্দি চালু করেছিলেন তখনও তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন মমতা। পরে বোঝা গিয়েছিল কেন তাঁর প্রতিবাদ সঠিক ছিল। এ বারও একই ঘটনা ঘটল। সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিরা খুব কড়া ভাবে কমিশনকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন যে ভোটার তালিকা সংশোধন করার নামে ভোটারদের নাগরিকত্ব যাচাই কমিশনের কাজ হতে পারে না। সংবিধানের ৩২৬ ধারায় কমিশনকে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির অধিকার দেওয়া। তালিকায় যে শুধু ভারতীয় নাগরিকরাই স্থান পাবে, বলাই বাহুল্য। সংবিধানে কোথাও বলা নেই যে কমিশন ভোটারদের কাছ থেকে নথি দেখে নাগরিকত্ব বিচার করবে এবং তাও মাত্র এক মাসে! অতীতে কখনও তারা এই কাজ করেনি। ১০ বছর অন্তর কমিশনের ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন করার কথা। বিহারে শেষবার তা হয়েছিল ২০০৩ সালে। তা হলে ১০ বছর পর কেন সেই কাজ করা হয়নি? কেন হঠাৎ বিধানসভা ভোটের তিন-চার মাস আগে এর দরকার পড়ল?

বিহারের প্রতি ৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩ জন তাঁদের এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিহারে এন্যুমারেশন ফর্ম সংগ্রহের শেষ তারিখের আরও ১৪ দিন বাকি, মোট ৭,৮৯,৬৯,৮৪৪ জন(প্রায় ৭.৯০ কোটি) ভোটারের মধ্যে ৭৪% এরও বেশি ইতিমধ্যে তাঁদের ফর্ম জমা দিয়েছেন।মোট ৭৪.৩৯% গণনা ফর্ম জমা পড়েছে।

এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সাহায্য করছেন এবং তাঁদের পূরণ করা এন্যুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করছেন। ৩৮ জন ডিইও, ইআরও সহ তৃণমূল স্তরের কর্মীরা, ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত ইও এবং ৯৬৩ জন এইআরও নিয়মিতভাবে এসআইআর-এর অগ্রগতি তদারকি করছেন।

গণনা ফর্মের ডিজিটাইজেশন এবং আপলোডিং সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। এসআইআর

এরপর ৬ পাতায়

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার রিপোর্ট পেশ হলো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দিল্লী:- অবশেষে একমাস পরে জানা গেলো এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনার মূল কারণ। গত ১২ জুন আহমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ১৫ পাতার রিপোর্ট প্রকাশ করল এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (AAIB)। প্রাথমিক ওই রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, বিমানটি ওড়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুটি ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। এক সেকেন্ডের তফাতে পরপর বন্ধ হয়ে যায় ১ ও ২ নম্বর ইঞ্জিন। জানা গিয়েছে, দুটি ইঞ্জিনেরই ফুয়েলের সুইচ RUN থেকে CUTOFF হয়ে যায় কয়ে মুহূর্তের মধ্যেই। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে 'লস অব থ্রাস্ট' নজরে আসে, অর্থাৎ মাটি থেকে আকাশে ওড়ার জন্য যথেষ্ট 'ফোর্স' পায়নি ইঞ্জিন।

প্রাথমিকভাবে সবটা খতিয়ে দেখে যা উঠে এসেছে, তাতে বিমানটি ওড়ার পর ১৮০ নটস গতিতে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু ফুয়েল সুইচ 'কাট অফ' হয়ে যায়, জ্বালানি সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইঞ্জিন দুটি বন্ধ হয়ে যায়। রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে ধ্বংসস্তূপ থেকে ইতিমধ্যেই দুটি ইঞ্জিন উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি এয়ারপোর্টের হ্যাঙ্গারে রাখা হয়েছে। এছাড়া যে এলাকায় ভেঙে পড়েছিল বিমানটি, সেখানকার ছবি ও ভিডিয়োও সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, এয়ারপোর্টের প্রাচীর পার করার আগেই নীচের দিকে নামতে শুরু করে বিমানটি। বিমানের সামনে কোনও পাখির উপস্থিতি চোখে পড়েনি, ফলে পাখির ধাক্কার সম্ভাবনা কার্যত উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত

১০ বছরে বিশ্বজুড়ে ব্যাপকভাবে বেড়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা। ভারতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দাবি করা হচ্ছে, আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের সর্বাধিক মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত। চাঞ্চল্যকর এমনই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা পিউ ।এই রিপোর্টে অন্যান্য ধর্মের জনসংখ্যার রিপোর্টও সামনে আনা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এই ১০ বছরে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ২.১৮ বিলিয়ন থেকে ২.৩ মিলিয়ন হয়েছে। অর্থাৎ ৩০.৬ শতাংশ থেকে কমে ২৮.৮ শতাংশ হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের জনসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমেছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস চিনে। সাম্প্রতি সময়ে চিনে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ির জেরে বৌদ্ধদের সংখ্যা কমেছে। শুধু তাই নয়, মুসলিমদের পর সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নাস্তিকদের। ২৭ কোটি বেড়ে নাস্তিকদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৯ মিলিয়ন। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৪.২ শতাংশ মানুষ নাস্তিক ।সম্প্রতি এই সংস্থার তরফে যে রিপোর্ট সামনে আনা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিগত ১০ বছরে বিশ্বে মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৪.৭ কোটি। যা অন্য সমস্ত ধর্মের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির চেয়েও বেশি। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সংখ্যা যেখানে ২০১০ সালে ছিল ২৩.৯ শতাংশ সেটাই ২০২০ সালে হয়েছে ২৫.৬ শতাংশ। এর কারণ হিসেবে দাবি করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্মহার মৃত্যু হারের চেয়ে অনেক বেশি। তবে এই সংখ্যায় ধর্মান্তকরণের ঘটনাও রয়েছে। যদিও তার পরিমাণ কম। মুসলিম জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। পিউ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ মিলিয়ন। সেই হিসেবে ২০৫০ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে পিছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হয়ে উঠবে ভারত।

অন্যদিকে পিউ'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১০-২০ সময়কালে হিন্দুদের জনসংখ্যা বেড়েছে ১২ শতাংশ। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় সমান। ২০২০ সালে বিশ্বে হিন্দুদের জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ। এদিকে সবচেয়ে বেশি হিন্দু জনসংখ্যার দেশ ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা কিছুটা কমেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১০ সালে ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা যেখানে ছিল ৮০ শতাংশ। ২০২০ সালে সেটা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯ শতাংশ। সেখানে মুসলিমদের জনসংখ্যা ১৪.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.২ শতাংশ। ১০ বছরে ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা ৩.৫৬ কোটি বেড়েছে বলে জানিয়েছে ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই বৃদ্ধির জন্য অধিক প্রজননকেই দায়ী করা হয়েছে। ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা থাকলেও তা তুলনায় অনেক কম।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

দক্ষিণেশ্বরের গেলে একটা সময় আদ্যাপীঠ যেতাম , অনেকবার সন্ধ্যা আরতি দেখার সময় হয়েছিল। একবারই ভোগ খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম । তারপরে প্রায় বহু বছর কেটে গেল আদ্যা মায়ের কাছে আর আমার যাওয়া হয়নি। আদ্যাপীঠের মূল কাহিনী জানান ইচ্ছা আমার ছিল তাই সুযোগ হল জানা, আর যতটুকু জেনেছি সে কথাগুলো আবার লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইলাম।আদ্যাপীঠ মঠ প্রায় ২৭ বিঘা জায়গা জুড়ে অবস্থান করে। এই মন্দিরে দেবী আদ্যার মূর্তি ছাড়াও রয়েছে রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানরত মূর্তি। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুর ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। তাঁর পৈতৃক নাম অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য। তিনি আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। সালটা ছিল বাংলার ১৩২১।

দক্ষিণেশ্বর লাগোয়া এই কালীক্ষেত্র নিয়ে রয়েছে নানা ইতিহাস। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় কবিরাজি পড়তে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়নি' এই দাবি খোদ অভিযোগকারিনীর বাবার

বাবা এসএসকেএম-এর নিউরোলজিস্ট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছন। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন হরিদেবপুর থানা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে।

নির্যাতিতার বাবা বলেন, "মেয়ে আমাকে জানিয়েছে ধর্ষণের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। বাড়িতে ফেরার আমায় বলে, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। এমনকী, যে গ্রেফতার হয়েছে তার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।" নির্যাতিতার বাবা আরও বলেন, "আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, মেয়ে বলল না এমন কিছু হয়নি। ওকে পুলিশ বলছিল যে মেডিক্যাল করানোর সময় সে যেন বলে এগুলো।

নির্যাতিতার বাবার বয়ান এমন হলেও, অভিযোগপত্রে তরুণী জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসিং-এর কথা বলে ওই কলেজের এক দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। কলেজে প্রবেশ করার পর অন্য একটি কাজ আছে বলে তাঁকে বয়েজ হস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে দাবি তরুণীর। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জল ও পিৎজা খেতে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

"কালীসপর্যাবিধি" গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়, এবং দীপান্বিতা কালীপুজো প্রথম সামাজিক ও সমষ্টিগত প্রচলনের কৃতিত্ব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর প্রাপ্য, তিনি দশ সহস্র কালীপুজো চালু করেছিলেন রাজ্যমধ্যে, বলা হয় (অশোক রায় 238-39)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গুরুপূজা মানেই পরমাত্মার দিব্য চৈতন্যের পূজা” — সদগুরু শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীজী

ধ্যানস্থলী, মোরবি, রাজকোটে- তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

“গুরুপূজা মানেই পরমাত্মার দিব্য চৈতন্যের পূজা” — সদগুরু শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীজী।

গুরুর মাহাত্ম্য অপরিসীম। আমাদের শাস্ত্রেও গুরুর গৌরব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয় — “গুরু বিনা জ্ঞান না উপজে”, অর্থাৎ গুরুর আশীর্বাদ ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূল ভিত্তি হল গুরু-শিষ্য পরম্পরা। গুরুপূর্ণিমা হল শিষ্যের জীবনে এক বিশেষ দিন। সদগুরু শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীজীর সান্নিধ্যে ধ্যানস্থলী, মোরবিতে তিনদিনব্যাপী আন্তর্জাতিক গুরুপূর্ণিমা মহোৎসব পালিত হয়। এই মহোৎসব ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত উদযাপিত হয়।

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামী ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর শ্রী অম্বরীশ মোদকজী, ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে।এই গুরুপূর্ণিমা মহোৎসবে দেশ-বিদেশ থেকে ২৫০০-রও বেশি সাধক উপস্থিত ছিলেন।

হিমালয়ীয় ধ্যানযোগের ২৫তম গুরুপূর্ণিমার পবিত্র উৎসব উপলক্ষে, পূজ্য স্বামীজী ধ্যান, সেন্টারে ধ্যানের গুরুত্ব, নিয়মিত ধ্যানচর্চা এবং পরমাত্মা ও গুরুপূজার গভীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় করেন। ধ্যান বিষয়ে তিনি বলেন — গুরুপূর্ণিমার মূল উপাসনা হল গুরুপূজা। গুরুপূজা মানে গুরুর দেহের পূজা নয়, বরং সেই দেহ থেকে প্রবাহিত চৈতন্যের পূজা। যদি আপনি গুরুকে কেবল শরীর রূপে দেখেন, তবে তিনি কেবল একটি শরীর মাত্র; কিন্তু যদি আপনি তাঁর অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে উপলব্ধি করেন, তবে আপনি পরমাত্মাকে অনুভব করবেন।

সুতরাং গুরুপূর্ণিমার পূজা হল পরমাত্মার চিরন্তন চৈতন্যের পূজা।

যদি নিজেকে আত্মা এবং গুরুকে পরমাত্মা মনে করে গুরুপূজায় অংশ নেওয়া যায়, তবেই তা সর্বোচ্চ পূজা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিন শ্রী উসমান মীর এবং শ্রী আমির মীর সাধকগণের জন্য সন্তবাণী ও গুরুভজন পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় দিন উপস্থিত সকলেই পূজ্য স্বামীজীর প্রবচন, গুরুপূজা ও পদুকা নমনের সুফল গ্রহণ করেন।

পরবর্তী সেশনে গুরুমায়ের প্রবচন পরিবেশন করা হয়, যেখানে তিনি প্রার্থনা, পারিবারিক ঐক্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের কথা ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয় ও শেষ দিনে, সকলে পূজ্য স্বামীজীর সান্নিধ্যে প্রাতঃকালীন সমবেত ধ্যানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন।শেষ সেশনে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব, যেখানে সাধকেরা স্বামীজীর কাছে তাঁদের আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

এই তিনদিন শেষে সাধকেরা অনুপ্রেরণা, অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক স্মৃতির সঙ্গে বিদায় নেন। গুরুপূর্ণিমার দিনে ভারতের বিভিন্ন ধ্যানস্থলী এবং বিদেশে অবস্থিত সমর্পণ আশ্রমগুলির মাধ্যমে লক্ষাধিক সাধক অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন। মোরবি ধ্যানস্থলী প্রাঙ্গণে সেই সময় একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে স্থানীয় পাখির জগৎ এবং আধ্যাত্মিকতার পাঁচটি স্তর নিয়ে সচিত্র ব্যাখ্যা ছিল।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

রুশ হামলায় আজই কি মানচিত্র থেকে মুছে যাবে ইউক্রেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউক্রেনের উপর এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আক্রমণ চালাল রাশিয়া। ১২ জুলাই শনিবার কিভে হামলা চালানোর জন্য মস্কো বেছে নিয়েছিল ৫৬০ থেকে ৭০০টি ড্রোন, ১৫টিরও বেশি Kh-101 ক্রুজ মিসাইল। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল লভিভ, লুটস্ক এবং চেরনিভতসি। প্রায় ১০টি রুশ বোমারু বিমান এখন তাদের ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।ইউক্রেনের আকাশে রুশ বোমারু বিমানের উপস্থিতি পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে। ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী এই আক্রমণগুলির জবাব দিচ্ছে। তারা জানিয়েছে, ইউক্রেন রুশ ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে কিভ তৈরি। সেই সঙ্গে মেনে নিয়েছে যে, রাশিয়ার শক্তি এবং পরিসর বিবেচনা করলে, এটা নিঃসন্দেহে বড়সড় চ্যালেঞ্জ। এই হামলা বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অনেক দেশ ইউক্রেনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আবার কিছু দেশ রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা বলছে।রাশিয়া এই মিশনে ৩টিরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম Tu-95 এবং Tu-160 বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে। রাশিয়া রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে তাঁদের আক্রমণের আগুনে ওদের 'খেলনাগুলো' চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। রাশিয়া ইউক্রেনের উপর যে আক্রমণ চালিয়েছে, যা এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। এই আক্রমণে, রাশিয়ান সেনারা ৫৬০ থেকে ৭০০ ড্রোন এবং ১৫টিরও বেশি Kh-101 ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করেছিল। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল লভিভ, লুটস্ক এবং চেরনিভতসি। এগুলিইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। রাশিয়া এই শহরগুলিতে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। তার ফলে সেখানকার মানুষজন ও অবকাঠামোর যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রায় ১০টি রুশ বোমারু বিমান এখন ইউক্রেনের কিভের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ৩টিরও বেশি পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম Tu-95 এবং Tu-160। এই বোমারু বিমানগুলি সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত নতুন অস্ত্রগুলিকে ধ্বংসের লক্ষ্যে তৈরি। ইউক্রেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো অস্ত্র সম্প্রতি পরিচিতি পেয়েছে "ট্রাম্প অস্ত্র"নামে।

রাশিয়ার বার্তা স্পষ্ট। তারা জানিয়েছে যে মস্কো পর্যবেক্ষণ করছে না, বরং পদক্ষেপ নিচ্ছে। রুশ সেনারা বিশ্বাস করে যে আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত এই নতুন অস্ত্রগুলি পরবর্তী আক্রমণে আর ব্যবহার করার মতো অবস্থায় থাকবে না। সেগুলি রুশ আঘাতে বিনষ্ট হবে।

(৩ পাতার পর)

বিহারের প্রতি ৪ জন ভোটারের মধ্যে ৩ জন তাঁদের এন্যুমারেশন ফর্ম জমা দিয়েছেন

নির্দেশিকাগুলির অনুচ্ছেদ ৩(এইচ) অনুসারে, বিএলও-রা তাঁদের দ্বারা সংগৃহীত মোট গণনা ফর্মের মধ্যে বিএলও অ্যাপ/ইসিআইনেট- এর মাধ্যমে ৩.৭৩কোটি গণনা ফর্ম ইতিমধ্যেই সফলভাবে ডিজিটাইজড এবং আপলোড করেছেন। আজ, এইআরও/ইআরও-দের দ্বারা আপলোড করা ফর্মগুলির যাচাইকরণের জন্য ইসিআইনেট-এ একটি নতুন মডিউল বাস্তবায়িত হয়েছে।

গত ২৪ জুন, ২০২৫ তারিখে এসআইআর নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর থেকে ১১ জুলাই সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, গত ১৭ দিনে ৫,৮৭,৪৯,৪৬৩টি গণনা ফর্ম সংগ্রহ করা হয়েছে, যা মোট ফর্মের ৭৪.৩৯%। এই গণনা ফর্ম আগামী ২৫ জুলাই, ২০২৫ এর আগে জমা দেওয়া যেতে পারে।

মোট ৭৭,৮৯৫ জন বিএলও, ২০,৬০৩ জন নবনিযুক্ত বিএলও এবং অন্যান্য নির্বাচন কর্মকর্তারা সময়মতো এই অনুশীলন সম্পন্ন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এছাড়া সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের নিয়োগ করা ১.৫৬ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ)এর সক্রিয় কর্মীরাও কাজ করছেন, আর ৪ লক্ষেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রাজ্যের বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করছেন। ফলস্বরূপ ইতিমধ্যে ৭৪.৩৯% এন্যুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: নতুন বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কে সংবর্ধনা জানানো হলো। আজ রাজ্য বিজেপি সদর দপ্তরে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের চেয়ারম্যান বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী এবং জাতীয় সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জির নেতৃত্বে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে বিজিএমসির সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ কর, দক্ষিণ কলকাতা জেলা সভাপতি ওয়াসিম আহমেদ, বারাসত জেলা সভাপতি তরুণ দত্ত, রাজ্য কমিটির নেত্রী অনুরাধা দি, বাসুদেব বর্মণ, শান্তনুদা, আশীষ দা সহ রাজ্য কমিটির সদস্যরা এবং অন্যান্য জেলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সিনেমার খবর

সাইফকে ছুরিকাঘাতের ঘটনা নিয়ে প্রথমবার কথা বললেন কারিনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রথমবারের মতো স্বামী সাইফ আলী খানের উপর হওয়া ভয়াবহ হামলা নিয়ে মুখ খুললেন বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মুম্বাইতে তাদের বাসভবনে এই হামলার ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কারিনা জানান, সেই দিনের স্মৃতি এখনও তার মনে তাজা।

কারিনা বলেন, আমি এখনও মানসিকভাবে পুরোপুরি বিষয়টা মেনে নিতে পারিনি। প্রায় সময় ভাবি, কীভাবে একজন ব্যক্তি ঢুকে আমার সন্তানের ঘরের সামনে সাইফকে ছুরিকাঘাত করতে পারে। এটা মুম্বাই শহরের জন্য খুবই অস্বাভাবিক একটি ঘটনা।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পরপরই কয়েক মাস তার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন। রাতে ঘুমাতে পারতেন না, স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সময় লেগেছে। এখনও সেই ভয় তার মনে রয়ে গেছে। তবে তিনি চান না, এই আতঙ্ক তার সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক।

কারিনা বলেন, ঘটনার পর থেকেই আমি আমার সন্তানদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখছি। ওরা যেটা দেখেছে, সেটা তাদের বয়সের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। তবুও এই অভিজ্ঞতা হয়তো ওদের জীবনের জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি হয়ে থাকবে। আমার ছোট ছেলে এখনো ভাবে তার বাবা ব্যাটম্যান বা আয়রনম্যান— যে সবাইকে হারিয়ে দিতে পারে। আমাদের চোখেও সাইফ তাই, কারণ সে সেই আঘাত সহ্য করেছে।

অভিনেত্রী আরও জানান, তিনি সচেতনভাবে চেষ্টা করছেন নিজের আতঙ্ক যেন সন্তানদের মধ্যে না ছড়িয়ে পড়ে। তার ভাষায় সাইফ বলেছে— ভয়ে বাঁচা যাবে না। যা হয়েছে, সেটা হয়ে গেছে। আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী পরিবার। আমার বিশ্বাস, ছেলেরা একদিন এমন মানুষ হয়ে উঠবে, যারা জীবনের কঠিন সময়েও সাহসের সঙ্গে লড়তে পারবে।

সোনাক্ষী আর চুপ থাকতে পারলেন না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এরই মধ্যে জহির ইকবালের সঙ্গে সোনাক্ষী সিনহার বিয়ের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তারপরও কিছু মানুষ তাদের সম্পর্ক সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। ভিন্ন ধর্মে বিয়ের কারণে এখনও তীর্যক মন্তব্য শুনতে হচ্ছে সোনাক্ষীকে। নেটিজেনদের অনেকে সামাজিকমাধ্যমে বলিউড অভিনেত্রীর এই বিয়ে নিয়ে প্রতিনিয়ত নানারকম মন্তব্য করে চলেছেন। এতদিন বিষয়টি নিয়ে নীরবতা ধরে রেখেছিল অভিনেত্রী। কিন্তু এবার আর পারলেন না, রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়লেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার ও আজকাল জানিয়েছে, মুসলিম ধর্মাবলম্বী অভিনেতা জহির ইকবালকে বিয়ের পর থেকেই সোনাক্ষী নেটিজেনদের তীর্যক মন্তব্যের শিকার হয়ে আসছেন। এমনকি পরিবারেও নাকি ভিন্ন ধর্মের এই বিয়ে নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। তবে ধীরে ধীরে পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি মেনে নিতে শুরু করেছেন। কিন্তু কিছু নিম্নরুচির মানুষ এ নিয়ে মন্তব্য করা ছাড়েনি। আর সেটি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না এই বলিউড তারকা।

এ নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছেন, সে ‘এখনও আমাদের দিকে নিম্নরুচির কিছু মন্তব্য ধেয়ে আসে। সারা দুনিয়ার লোকজন আমাদের ভিন্ন ধর্মের বিয়ে নিয়ে নানা কথা বলেছে। তার মধ্যেও আমি ও জহির নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকেছি। বাইরের লোকের কাছ থেকে আমাদের মান্যতার কোনো প্রয়োজন নেই।’

জহিরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সোনাক্ষী আরও বলেছেন, ‘আমরা জানি, আমাদের কাছে কী আছে। আমাদের মধ্যে যা রয়েছে, তার পুরোটাই খুব পবিত্র বলে আমরা মনে করি। আমাদের মধ্যে যা রয়েছে, সেটিকে আমরা রক্ষা করি যাবতীয় নেতিবাচকতা এড়িয়ে। আমরা আমাদের সম্পর্ককে উদযাপন করি, উপভোগ করি, খুব ভালোবাসি এবং তা গর্বের সঙ্গে দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করি।’

জহিরের সঙ্গে সাত বছরের সম্পর্ক থাকার পরে বিয়ে করেন সোনাক্ষী। তাদের সম্পর্কের প্রতিটি মুহূর্তকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি। বিয়ে নিয়ে সোনাক্ষী এও বলেছেন, ‘আমরা ঠিক আমাদের মতো করেই বিয়েটা করেছি। ঠিক যেমন চেয়েছিলাম, সেভাবেই বিয়েটা করেছিলাম। পরিকল্পনা ছাড়াই সেদিন যে মুহূর্তগুলো বন্দি করা হয়েছিল, সেগুলি আমাদের কাছে খুবই বিশেষ রকমের।’

অভিনয়ের শখ ছেলের, বাধা হয়ে দাঁড়ান উত্তম কুমার!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তম কুমারের পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়ও চেয়েছিলেন বাবার মতো অভিনয়কেই ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে। তাই পড়াশোনা শেষ করে মনের সেই ইচ্ছা বাবাকে জানিয়েছিলেন গৌতম। কিন্তু ছেলের মুখ থেকে অভিনয়ের কথা শুনেই রীতিমতো বিরক্ত হয়েছিলেন মহানায়ক। আর শুধু বিরক্তিই নয়, ছেলেকে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলেন যে, আর যাই হোক অভিনয় করা যাবে না! সিনেমায় তোমার কোনো ক্যারিয়ার নেই!

‘অন্ধ অতীত’ নামে একটি সিনেমার অফার পেয়েছিলেন উত্তমপুত্র গৌতম। সিনেমাটির পরিচালক হীরেন নাগ। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন খোদ উত্তমও। বাবার সঙ্গে সহ-অভিনেতা হিসেবে কাজ করার কথা ছিল গৌতমের। পরিচালক এবং গৌতম এমনটিই চেয়েছিলেন। কিন্তু উত্তম একেবারেই চাননি তার ছেলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখুক।

ছেলেকে এমন কেন বলেছিলেন মহানায়ক? উত্তম কুমার ভারতীয় চলচ্চিত্রের মহানায়ক হলেও তার ক্যারিয়ারের শুরুটা খুব একটা সহজ ছিল না। একটা সুযোগ পাওয়ার জন্য কখনো এনটিওয়ান, কখনো ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছেন। তারপর সুযোগ মিললেও একের পর এক সিনেমা ফ্লপ। সেই সময় অবশ্য কলকাতা পোর্টে চাকরি করতেন উত্তম। পরপর সিনেমা ফ্লপ হওয়ার কারণে উত্তম তো ঠিক করেই ফেলেছিলেন যে, অভিনয় জগৎ ছেড়ে দেবেন। তবে বলে না, কপালে যা লেখা থাকে, তাই ঘটে!

উত্তম যে ইতিহাস রচনা করবেন, তা যেন আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল। আর সেই কারণেই ভাগ্যের চাকা ঘোরে, আর উত্তম ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন টলিউডের মধ্যমণি। কিন্তু উত্তম চাননি, তার ছেলে গৌতম এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাক। আর সেই কারণেই ছেলেকে অভিনয়ে আসতে বারণ করেছিলেন। এমনকি উত্তম আগে থেকে বুঝেছিলেন যে, গৌতম সিনেমায় পা রাখলেই তার সঙ্গে তুলনা হবে। এর ফলে মানসিক চাপে পড়বেন গৌতম। ছেলের কঠিন ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহানায়ক।

তরুণ কুমারের লেখা থেকে জানা যায়, উত্তম তার ছেলে গৌতমের জন্য নিজেই ওষুধের ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

স্ত্রী-সন্তানকে মাসে ৪ লাখ রুপি দিতে হবে, শামিকে আদালতের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মডেল হাসিন জাহানের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ শামির বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে তাদের এক কন্যা সন্তান আছে। মোহাম্মদ শামির কাছে নিজের ও সন্তানের ভরণপোষণ খরচ চেয়ে আদালতে আবেদন করেন হাসিন জাহান। ওই রায়ে কলকাতার উচ্চ আদালত মাসে শামিকে ৪ লাখ রুপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এর আগে, আলিপুর জেলা আদালত মাসে ১.৩ লাখ টাকা ভরণপোষণ দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল। তবে শামি সেই আদেশে অসন্তুষ্ট হয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করেন। শুনানির পর হাইকোর্ট শামির খরচের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। যদিও প্রথমে আলিপুর আদালত শামিকে মাসে ৮০ হাজার টাকা দিতে বলেন। পরে জেলা জজ সেটি বাড়িয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করেন। এবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে তা আরও বাড়ল।

আদালতে হাসিন জাহানের আইনজীবী জানান, তার ক্লায়েন্টের মাসিক আয় মাত্র ১৬ হাজার টাকা, যা ব্যাংকের স্থায়ী আমানত থেকে আসে। এই অর্থে তার ও মেয়ের খরচ চলে না। বিয়ের পর তারা স্বচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, যার মাসিক ব্যয় প্রায় ৬ লাখ টাকা।

অন্যদিকে, আদালতে শামির আইনজীবী দাবি করেন, হাসিন একজন সফল মডেল ও অভিনেত্রী। বিজ্ঞাপনচিত্রেও কাজ করেন এবং মাসে অন্তত ৫ লাখ টাকা আয় করেন। এছাড়া ব্যাংক আমানত থেকেও তিনি ভালো অর্থ পান। ফলে অতিরিক্ত ভরণপোষণের দাবি অযৌক্তিক।

রায়ের পর প্রতিক্রিয়ায় হাসিন জাহান বলেন, সাত বছর ধরে নিজের ও সন্তানের অধিকারের জন্য লড়ছি। এর পেছনে অনেক কিছু হারিয়েছি। এমনকি মেয়েকে ভালো স্কুলেও দিতে পারিনি। এই রায়ের মাধ্যমে বিচার পেলাম, আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞ।

যদিও এই রায় নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি মোহাম্মদ শামির। উল্লেখ্য, শামি ও হাসিন জাহানের বিয়ে হয় ২০১৪ সালে। কিন্তু ২০১৮ সালে তাদের বিচ্ছেদ হয়। এরপর 'প্রোটেকশন অব উইমেন ফ্রম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাক্ট–২০০৫' অনুযায়ী আদালতে মামলা করেন হাসিন জাহান।

আগস্টে ঢাকায় আসছে না ভারতীয় দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়ানডে ও টি২০ সিরিজ খেলতে আগস্টে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল ভারতের। বিসিসিআইর অনুমোদন নিয়ে সূচিও ঘোষণা করেছিল বিসিবি। বাস্তবতা হলো নির্ধারিত সময়ে সে সিরিজ হচ্ছে না।

দ্বিপক্ষীয় এ সিরিজ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে ভারত। সিরিজটি নিয়ে দুটি বিকল্প সময়ের কথা শোনা যাচ্ছে– নভেম্বর বা আগামী বছরের কোনো এক সময়।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় চলতি বছর ভারত ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরের সম্ভাবনা কম। বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের গতকালের সভায় এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা বলে নতুন সূচি ঠিক করতে।

১৮ থেকে ৩১ আগস্ট ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছিল তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি২০ ম্যাচ। গুঞ্জন আছে নিরাপত্তাহীনতার কারণে আগস্টের সফর বাতিল করা হয়। যদিও এ ব্যাপারে বিসিবি থেকে আনুষ্ঠানিক কিছু বলা হয়নি।

বোর্ড সভা শেষে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, 'বিসিসিআই-এর সঙ্গে আমাদের ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। তারা সিরিজের বিষয়ে সরকারের থেকে ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা ভারতের বিপক্ষে আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে সিরিজ আয়োজন করবো এমন নয়। বরং আমরা আলোচনা করেছি, সিরিজটা কীভাবে আয়োজন করতে পারি। আমরা এখন সিরিজটি আয়োজন করতে না পারলে অন্য কোন সময়ে করবো।'

বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলরক্ষক কেপা এবার আর্সেনালে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘদিন পর নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চেলসির অধ্যায় শেষ করলেন কেপা আরিজাবালাগা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের আরেক জায়ান্ট আর্সেনালে যোগ দিয়েছেন এই স্প্যানিশ গোলরক্ষক।

মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কেপার দলভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আর্সেনাল। যদিও চুক্তির মেয়াদ বা ট্রান্সফার ফি প্রকাশ করেনি লন্ডনের ক্লাবটি। তবে ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো জানায়, তিন বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন কেপা, যার মূল্য প্রায় ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড।

২০১৮ সালে আথলেতিক বিলবাও থেকে রেকর্ড ৭১ মিলিয়ন পাউন্ডে চেলসিতে যোগ দেন কেপা। সেই অর্থের অঙ্ক তাকে এখনও বিশ্বের সবচেয়ে দামি গোলরক্ষকের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। চেলসির হয়ে ১৬৩টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ব্লুজদের হয়ে ইউরোপা লিগ (২০১৯), চ্যাম্পিয়ন্স লিগ (২০২১) এবং ক্লাব বিশ্বকাপ (২০২২) জয়ের স্মৃতিও রয়েছে তার ঝুলিতে।

গত দুই মৌসুমে ধারে খেলেছেন ভিন্ন দুটি ক্লাবে। এক মৌসুম রিয়াল মাদ্রিদে এবং সর্বশেষ মৌসুম বোর্নমাউথে। রিয়ালের হয়ে লা লিগা ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপাও জিতেছেন এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক।

আর্সেনালে কেপা ১৩ নম্বর জার্সি পরবেন। সেখানে প্রথম একাদশে জায়গা পেতে তাকে লড়তে হবে বর্তমান গোলরক্ষক দাভিদ রায়ার সঙ্গে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR